মহামন্ত্রী শুকনাসের উপদেশ—

বিনা প্রয়োজনে কোনও প্রসঙ্গই চলে না ; তাই শুকনাস প্রথমেই উপদেশ দানের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়া বলিলেন যে চন্দ্রাপীড় সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ও ধীর স্বভাব হইলেও যৌবনকালে মন স্বতঃই মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে আবার সম্পদের অহঙ্কার ও বিষয়ের আকর্ষণ বড় ভয়ঙ্কর—এই কারণেই তিনি চন্দ্রাপীড়কে সময়ে সতর্ক করা প্রয়োজন বোধ করিতেছেন।

নূতন যৌবন, অনুপম রূপ, অমানুষী শক্তি ও জন্ম হইতেই প্রভুত্ব—ইহাদের প্রত্যেকটিই অনর্থকর : সকলগুলির সম্মিলন ঘটিলে ত আর কথাই নাই। বিশেষতঃ যৌবনকালে শাস্ত্রজ্ঞানসত্ত্বেও বুদ্ধি সহজেই কলুষিতা হয়। একবার বিষয়রসের আস্বাদ লাভ করিলে হৃদয় আর কোনও উপদেশই গ্রহণ করে না! তাই ইহাই চন্দ্রাপীড়ের পক্ষে উপদেশ লাভের উপযুক্ত অবসর, কারণ বিষয়ের নেশা তাঁহার এখনও জন্মে নাই।

বংশ বা বিদ্যা দুষ্প্রবৃত্তিকে রোধ করিতে পারে না ; জলেও বাড়বানল জ্বলিয়া থাকে। কেবল সদ্‌গুরুর উপদেশেই মনুষ্য জরাহীন বার্ধক্য, জলহীন স্নান ও উদ্বেগহীন সতর্কতা লাভ করিতে পারে। বিশেষ করিয়া রাজাদিগের পক্ষেও এইরূপ উপদেশের উপযোগিতা অপরিসীম : কারণ তাঁহাদিগকে সদুপদেশ দিতে কেহই সাহসী হয় না, বরং প্রসাদ লাভে সকলেই তোষামোদ করিয়া থাকে।

যে রাজা কল্যাণকামী, রাজলক্ষ্মীর কুৎসিত রীতিনীতির প্রতিই তাঁহার সর্বপ্রথমে দৃষ্টিপাত করা উচিত। লক্ষ্মী নিরতিশয় চঞ্চল স্বভাবা ; ইঁহাকে বহু যত্নে লাভ ও বহু কষ্টে পালন করিতে হয় ; ইনি কাহারও খাতির রাখেন না ; কুল, শীল, রূপ, বিদ্যা, ত্যাগ, ধর্ম, বিশেষজ্ঞতা, বংশমর্যাদা, আচার, সত্য, শুভলক্ষণ কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করেন না। হালকা লোককে ক্ষেপাইয়া তোলেন, অথচ যাঁহারা বিদ্বান, গুণবান, উদারহৃদয়, দাতা, বিনীত ও মনস্বী তাঁহাদিগকে দূর হইতেই পরিহার করেন। এই নীচপ্রকৃতি লক্ষ্মীর দ্বারা আদৌ আলিঙ্গিত হইয়া পশ্চাৎ প্রতারিত না হন, এমন ব্যক্তি নিতান্তই বিরল।

ওই দুরাচারিণী লক্ষ্মীর কৃপা কটাক্ষ লাভ করিয়া রাজাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তাঁহারা সকল অবিনয়ের পাত্র হইয়া উঠেন। কেহ অতি চঞ্চল সম্পদের মোহে বিহ্বল হইয়া যান। কেহ ঐশ্বর্যের উষ্মায় যেন ফাটিয়া পড়েন, কেহ বা অঙ্গের ভার যেন বহিতেই পারেন না, পঙ্গুর মত চলাফেরা করেন। কথা কহিতেও যেন কষ্ট বোধ করেন। সম্মুখস্থিত বন্ধুজনকেও দেখিতে পান না। মহামন্ত্র পাঠেও তাঁহাদিগের চৈতন্য সম্পাদন করা যায় না। নিজদিগকে অধঃপতিত বলিয়া তাঁহারাও বুঝিতে পারেন না।

কেবল ইহাই নহে ; নির্বোধ রাজন্যগণের আরও অনেক বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে। স্বার্থসাধন তৎপর ও বঞ্চনাচতুর ধূর্তেরা তাঁহাদের দোষগুলিকেও গুণ বলিয়া

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। দ্যূতক্রীড়াকে আমোদ, মদ্যপানকে বিলাস, প্রমত্ততাকে বীরত্ব, স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রভুত্ব, চপলতাকে উৎসাহ ইত্যাদি ক্রমে নিজ চরিত্রের সকল শিথিলতাই চাটুকারের মুখে শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের মহত্ত্ব বলিয়া প্রতীতি হয়। তাহারা এমন মাহাত্ম্য ঘোষণাপূর্বক স্তুতিবাদ করিতে থাকে যে তাহা শুনিতে শুনিতে ইঁহারাও নিজেকে দেবতারূপে ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া যান, মনে করেন যেন তাঁহাদের হাত দুইখানির মধ্যে অপর দুইখানি বাহু লুকাইয়া আছে। ললাট-খানিতে যেন তৃতীয় নয়ন চাপা আছে। এইরূপে মিথ্যা মাহাত্ম্যের গর্বে স্ফীত হইয়া অন্যের সহিত সংসর্গ ত' দূরের কথা,—কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতকেও বরদান মনে করেন। কাহাকেও দৈবাৎ স্পর্শ করিলে মনে করেন যে সে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া গেল। ইঁহারা দেবদ্বিজে ভক্তি প্রদর্শন বা মাননীয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন না। মন্ত্রীর উপদেশে ইঁহাদের বিরক্তি ও হিতৈষীর বচনে কোপ জন্মে। সর্বকর্মে জলাঞ্জলি দিয়া যে ব্যক্তি নিকটে বসিয়া দিবারাত্র করযোড়ে ইষ্টদেবতার ন্যায় ইঁহাদের স্তবস্তুতি করিয়া থাকে, কেবল তাহার প্রতিই ইঁহারা প্রসন্ন হন। তাহার সঙ্গে আলাপ করেন, তাহাকেই ধন দান করেন, তাহাকেই বিশ্বাস করেন, তাহাকেই মাথায় তুলেন এবং তাহারই কথায় উঠেন, বসেন।

সুতরাং এইরূপ জটিল রাজতন্ত্রে এবং মোহময় যৌবনে চন্দ্রাপীড়ের পক্ষে সেইরূপ সংযত ও সতর্কভাবে চলা উচিত, যাহাতে সাধুগণের পক্ষে শোচনীয় ও বন্ধুগণের নিকট উপহাসাস্পদ না হইতে হয়। সেবকেরা না লুটিয়া খায়, লক্ষ্মী না বিড়ম্বনা করেন অথবা বিষয়সুখ না চিত্তকে একেবারে হরণ করিতে পারে।

চন্দ্রাপীড় স্বভাবেই ধীর, তারাপীড়ও তাঁহাকে বহু যত্নে শিক্ষাদান করিয়াছেন, তথাপি শুকনাস তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াই এত উপদেশ দিতেছেন; কারণ উপদেশের সুযোগ্য পাত্রও যেমন দুর্লভ, গুণবানের স্খলনও তেমনই অত্যন্ত শোচনীয়। তাই তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে কি গুণবান, কি শীলবান্, কি কুলীন—দুর্বিনীতা লক্ষ্মী সকলেকই অধঃপাতে দিয়া থাকেন।

অতঃপর যুবরাজ পদবীতে আরোহণপূর্বক শত্রুগণকে অবনত ও বন্ধুবর্গকে উন্নত করিবার উপদেশ দিয়া উপসংহারে শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে দিগ্বিজয় যাত্রার জন্য অনুরোধ করিলেন; কারণ যৌবনই পরাক্রম প্রকাশের উপযুক্ত কাল এবং যে নৃপতি পরাক্রান্ত হ'ন, তিনিই কালে সর্বমান্য হইয়া থাকেন।

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner